চতুর্দশ অধ্যায় ঃ
চিংড়ি চাষ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৮

পরিপত্র

নং ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/১১/২১৭

তারিখ ঃ ৩০-০৩-৯২ ইং
১৬-১২-৯৮ বাং

বিষয় ঃ চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা।

চিংড়ি একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এই চিংড়ি খাতকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে সকল বাধা অপসারণ করিতে হইবে। উৎপাদন প্রক্রিয়াকে যথাসময়ে বাধামুক্ত করিয়া দিতে হইবে। এই পণ্যের প্রধানতম উপকরণ ভূমি। চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসাবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা থাকা অপরিহার্য। প্রস্তাবিত নীতিমালার লক্ষ্য শুধু উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনই নয়, সেই সাথে উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত তৃণমূলে অবস্থিত মানুষটির আর্থ সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং উৎপাদিত পণ্যের মান উল্লেখযোগ্যভাবে আধুনিকীকরণসহ বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অবস্থানগ্রহণ। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ভূমি ব্যবহারের সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ চাষীদের ভাগ্যোন্নয়নে অংগীকারাবদ্ধ। চিংড়ি চাষের গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করিয়া সরকার চিংড়ি চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জরিপ, বন্টন ও উৎপাদন বিষয়ক যে সকল নিয়মনীতি আছে তাহা গভীরভাবে পর্যালোচনান্তে চিংড়ি চাষোপযোগী অনুকূল ভূমি ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে একটি বিস্তারিত নীতিমালা জারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

২। সরকার চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসাবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়িমহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ি উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ও ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা প্রণয়ন ও উহা বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি প্রহনের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ঃ-

(১) চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি নির্ধারণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ-

(ক) জাতীয় চিংড়িমহাল ব্যাবস্থাপনা কমিটি ঃ-

১। মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২। চিংড়িমহাল এলাকা হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত ৩(তিন) জন সংসদ সদস্য/সদস্যা	সদস্য
৩। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	সদস্য

৬।	সচিব, সেচ, পানি সম্পদ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৭।	কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ	সদস্য
৮।	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন চিংড়ি চাষী।	সদস্য
৯।	যুগ্ম-সচিব (চিংড়িমহালের দায়িত্বে নিয়োজিত), ভূমি মন্ত্রণালয়।	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কার্য পরিধিঃ

১। চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় নীতি নির্ধারণ।
২। চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ব্যবস্থাদি গ্রহণ।
৩। আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন।
৪। চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যাদি পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা।
৫। চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের সুপারিশ।
৬। সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি ৬(ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবে।

(২) চিংড়ি চাষের জন্য জমি চিহ্নিতকরণ এবং চিংড়ি চাষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জমি বরাদ্দের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহে একটি করিয়া কমিটি থাকিবে। কমিটির গঠন ও কার্যাবলী নিম্নরূপ হইবে ঃ-

(ক) জেলা চিংড়িমহাল কমিটি ঃ-

১।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা/প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী, ও এন্ড এম/ডিভিশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড/প্রতিনিধি।	সদস্য
৪।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা/প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন চিংড়ি চাষী	সদস্য
৬।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য-সচিব

এতদ্ব্যতীত, মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় অন্ততঃ দুইজন সদস্য/সদস্যা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্থানীয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন।

(খ) কমিটির কার্য পরিধি ঃ

১। সংশ্লিষ্ট জেলায় চিংড়ি চাষ উপযোগী নুতন জমি চিহ্নিত করা ও চিংড়িমহাল ঘোষণার ব্যাপারে সুপারিশ এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশনামাসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট প্রেরণ।

২। নীতিমালা অনুযায়ী চিংড়ি চাষের জমি বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ প্রণয়ন এবং বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৩। কারিগরী দিক বিবেচনাকালে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসংগত আপত্তি থাকিলে উহা কমিটি শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবেন।

৪। কমপক্ষে প্রতি ৬ মাসে একবার ইজারা জমি ব্যবস্থার পর্যালোচনাপূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ।

৫। সরকার/জাতীয় কমিটি/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন দায়িত্ব।

(গ) উক্ত কমিটি প্রতি দুই মাসে কমপক্ষে একবার এবং প্রয়োজনানুযায়ী সভায় মিলিত হইবে।

(৩) চিংড়িমহাল এলাকা ঃ

(ক) বর্তমান চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসাবে ঘোষণা করা হইবে। ঘোষিত এলাকার ম্যাপ ও অন্যান্য কাগজাদি জেলা সদরে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ঘোষিত এলাকার আয়তন পুর্ণাঙ্গ বিবরণসহ অন্তর্ভুক্ত হয়। জেলা সদরে সংরক্ষিত কাগজাদির কপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রণালয়ের একজন সুনির্দিষ্ট অফিসার তাহা সংরক্ষণ ও Computerise করিবেন। ইজারা প্রদানকারীদের নাম ও অন্যান্য বিবরণ এবং পরবর্তীতে তাহাতে কোন পরিবর্তন হইলে তাহাও মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(খ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় অথবা সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা/বোর্ড কর্তৃক বিশেষ এলাকা চিংড়িমহাল হিসাবে নির্দিষ্টকরণ করা হইলে বা কোন বিশেষ প্রস্তাব আসিলে মন্ত্রণালয় উক্ত এলাকাকে চিংড়িমহাল হিসাবে ঘোষণা করিতে পারে।

(গ) নুতন কোন এলাকাকে চিংড়িমহাল হিসাবে চিহ্নিত করিতে হইলে জেলা প্রশাসক জেলা কমিটির প্রস্তাব/সুপারিশ ৩০ দিনের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া মতামতসহ বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে বিষয়টি জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(ঘ) চিংড়িমহাল এলাকায় কোন খাসজমিই কৃষি জমি হিসাবে স্বল্প বা দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না। ইতিমধ্যে চিংড়িমহাল এলাকায় কৃষি জমি হিসাবে প্রদত্ত সকল বন্দোবস্ত এই নীতিমালা জারীর সাথে সাথে চিংড়িমহাল হিসাবে চিংড়ি চাষের জন্য প্রদত্ত জমি হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) চিংড়িমহালের খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী ঃ

(ক) দরখাস্তাকারীকে মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ী/মৎস্য প্রক্রিয়াকারী হইতে হইবে।

(খ) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে।

(গ) কারিগরী অভিজ্ঞতা এবং ব্যবস্থাপনায় দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(ঘ) আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিতে হইবে।

(ঙ) চিংড়ি চাষের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(চ) পরিবারের একাধিক সদস্যদের আবেদন বিবেচনা করা যাইবে না।

(ছ) খামার প্রতি অনধিক ১০(দশ) একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে তবে কাহারো চিংড়ি চাষের নিজস্ব জমি থাকিলে তাঁহাকে সেই পরিমাণ জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা যাইবে যাহাতে উভয় জমির পরিমাণ ১৫ (পনের) একরের অধিক না হয়। এই শর্তের ব্যতিক্রম হিসাবে কেবলমাত্র প্রক্রিয়াকরণ কারখানার মালিকগণকে এবং উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের জন্য কোন প্রকল্প আর্থিক ও কারিগরী দিক দিয়া যোগ্য বিবেচিত হইলে আবেদনকারী কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে অনুর্ধ ৩০ (ত্রিশ) একর জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইতে পারে। উল্লেখিত বন্দোবস্তের পরিমাণ বিশেষ ক্ষেত্রে ৩০ একরের উর্দ্ধেও ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনমত নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(জ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ঘের/ঘোনা-এর মধ্যবর্তী খাসজমি খাল বা জমি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঘের/ঘোনা মালিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

(ঝ) একর প্রতি ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচ শত) টাকা বার্ষিক সেলামীতে অনধিক ১০(দশ) বৎসরের মেয়াদে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। প্রতি বৎসর ৫% হারে অর্থ্যাৎ একরপ্রতি ৭৫/- (পচাত্তর) টাকা হারে বর্ধিত খাজনা প্রদান করিতে হইবে। প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর খাজনা পুনঃনির্ধারণ করা যাইতে পারে। তবে খাজনা পুনঃ নির্ধারিত না হইলে উল্লিখিত ৫% বর্ধিত হারেই খাজনা আদায় করা হইবে।

(৫) চিংড়ি খাসজমি গ্রহীতাদের নিম্নোক্ত শর্তাদি অবশ্যই পালন করিতে হইবে ঃ

(ক) বরাদ্দগ্রহীতা বরাদ্দ প্রদানের ১(এক) মাসের মধ্যে ধার্যকৃত প্রথম বাৎসরিক সেলামী সম্পূর্ণ প্রদানপূর্বক চুক্তিনামা সম্পাদন করিবেন এবং জমির দখল বুঝিয়া নিবেন।

(খ) প্রতি বৎসর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত হারে সেলামী/ইজারামূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। ইজারামূল্য মৎস্য আহরণের পূর্বেই পরিশোধিত হওয়া আবশ্যক।

(গ) প্রতি বছর জমিতে চিংড়ি উৎপাদন অব্যাহত রাখিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক ইজারাদারের এলাকা স্বতন্ত্র থাকিবে এবং কোন অবস্থাতেই ঘের ভাংগিয়া একাধিক ইজারাদারের এলাকা যোগ করা যাইবে না।

(ঙ) বন্দোবস্ত জমি হস্তান্তর করা যাইবে না।

(চ) উপরোক্ত শর্তাদি পালনে ব্যর্থ হইলে কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় বন্দোবস্ত বাতিল করা যাইবে এবং জমির উপর বরাদ্দগ্রহীতার কোন দাবী থাকিবে না।

(ছ) বন্দোবস্তকৃত জমি চিংড়ি উৎপাদন ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ব্যবহার করা যাইবে না এবং ইহার অন্যথা হইলে জেলা প্রশাসক বন্দোবস্ত বাতিল করিতে পারিবেন।

(জ) ইজারা-বরাদ্দ শেষ হইলে চিংড়ি উৎপাদনের জন্য পুনরায় নুতন করিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং শর্ত থাকিবে যে, পূর্বের ইজারা কোন অজুহাতেই কোন অধিকার বা দাবী প্রতিষ্ঠা করিবে না এবং এইমর্মে চুক্তিপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

৬। এই নীতিমালা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। এই নীতিমালা জারীর সাথে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতিপূর্বে জারীকৃত চিংড়ি জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা সংক্রান্ত সকল আদেশ/পরিপত্র ইত্যাদি বাতিল/রহিত হইয়া যাইবে।

স্বা/-(আমিনুল ইসলাম)
সচিব।

স্মারক নং ভূম/শা-৮/চিংড়ি/২২৭/৯১/২১৭/১(৩৭) তারিখ ঃ ৩০-০৩-৯২ ইং
১৬-১২-৯৮ বাং

অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ-

১। সচিব, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
২। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।
৩। সচিব, সেচ, পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়।
৪। কমিশনার, চট্টগ্রাম/খুলনা বিভাগ।
৫। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/বরগুনা/ পিরোজপুর/ঝালকাঠি/ খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।
৬। অতিঃ জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/ফেনী/নোয়াখালী/লক্ষীপুর/বরিশাল/পটুয়াখালী/ভোলা/বরগুনা/পিরোজপুর/ঝালকাঠি/খুলনা/বাগেরহাট/সাতক্ষীরা।
৭। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।
৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বা/-(এ এফ এস নুরুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জেলা প্রশাসন শাখা-৪

নং- মপবি/জেপ্র-৪/২(৬৬)/৯৩-৯৭/০১ তারিখ ঃ ০১/০১/১৯৯৮ ইং
১৮/০৯/১৪০৪ বাং

প্রজ্ঞাপন

দেশে চিংড়ি চাষ, বাজারজাতকরণ, রপ্তানী ইত্যাদি সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পুনর্বিন্যাস করিবার লক্ষ্যে বিগত ১২-১০-৯৭ ইং তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইত:পূর্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হইতে জারীকৃত মপবি/জেপ্র-৪/২(৬৬)/৯৩-০৬ তারিখ ১১-০১-৯৪ ইং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত কমিটিগুলি পুনর্গঠন করিয়া সংশ্লিষ্ট খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কমিটি গঠন করা হইল ঃ

(ক) বিভাগীয় কমিটি ঃ

(১)	বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/বরিশাল/চট্টগ্রাম	সভাপতি
(২)	উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক, খুলনা/বরিশাল/চট্টগ্রাম	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) খুলনা/বরিশাল/চট্টগ্রাম	সদস্য
(৪)	জেলা প্রশাসক (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
(৫)	তত্ত্বাবধায়ক / নির্বাহী প্রকৌশলী, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সদরে কর্মরত)	সদস্য
(৬)	পরিচালক/ উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
(৭)	বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম/খুলনা/যশোর অঞ্চল (সংশ্লিষ্ট বন অঞ্চল)	সদস্য
(৮)	অতিরিক্ত পরিচালক/প্রতিনিধি/কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ (সংশ্লিষ্ট বিভাগ)	সদস্য
(৯)	উপ-পরিচালক, মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ (চট্টগ্রাম/খুলনা)	সদস্য
(১০)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলা)	সদস্য
(১১)	সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে (যদি পাওয়া যায়) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিংড়ি চাষী সমিতির ২ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(১২)	সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীকারক সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত উক্ত সমিতির ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(১৩)	বিভাগীয় উপ-পরিচালক (সংশ্লিষ্ট বিভাগ) মৎস্য অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) চিংড়ি চাষযোগ্য সকল প্রকার খাসজমি, বদ্ধ খাল/ নদী, নদী তীরবর্তী চরাঞ্চল, চিংড়িমহাল ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ ও চিংড়িমহাল ঘোষণার জন্য জেলা কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাব এবং চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের জন্য জেলা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রস্তাব মূল্যায়ন ও মতামতসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট পেশ।

(২) ক্ষুদ্র চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, উপকুলীয় ভাংগন প্রতিরোধ, বাঁধ সংরক্ষণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, চিংড়ি ঘেরে লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, চিংড়ি ঘের/ খামারে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশন এবং অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তাকরণ।

(৩) চিংড়ি চাষের ঘের/খামারের পার্শ্ববর্তী জমির মালিকের স্বার্থ সংরক্ষণ।

(৪) জেলা ও থানা কমিটির কার্য সম্পাদনে দিক নির্দেশনা প্রদান।

(৫) চিংড়ি চাষ অভিকর আইন, ১৯৯২ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।

(৬) জেলা কমিটি কর্তৃক আনীত যে কোন বিষয় সম্পর্কে নিষ্পত্তিকরণ ও জেলা কমিটির বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগ আপীল শুনানী এবং নিষ্পত্তিকরণ।

(৭) অত্র কমিটি প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) এর নেতৃত্বে কমিটির মৎস্য/চিংড়ি বিশেষজ্ঞ, চিংড়ি চাষী সমিতির প্রতিনিধি (বাগদা ও গলদা) এবং সংশ্লিষ্ট জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে, যে কমিটি সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহের অন্তর্গত চিংড়ি (বাগদা ও গলদা) চাষযোগ্য সকল প্রকার খাস জমি, বদ্ধ খাল/ নদী তীরবর্তী চরাঞ্চল, চিংড়িমহাল ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদন্ত পূর্বক বিভাগীয় কমিটির কাছে প্রতিবেদন পেশ করিবে।

(খ) জেলা কমিটি (সংশ্লিষ্ট জেলা) ঃ

(১)	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
(২)	পুলিশ সুপার	সদস্য
(৩)	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)	সদস্য
(৪)	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ)	সদস্য
(৫)	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	সদস্য
(৬)	থানা নির্বাহী অফিসার (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
(৭)	নির্বাহী প্রকৌশলী, ও এন্ড এম ডিভিশন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
(৮)	পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক/ উপ-পরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী পরিচালক (কারিগরী)	সদস্য
(৯)	মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ উপ-পরিচালকের ১ জন প্রতিনিধি	সদস্য
(১০)	থানা মৎস্য কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা)	সদস্য
(১১)	সংশ্লিষ্ট জাতীয় কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে (যদি পাওয়া যায়) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট জেলা চিংড়ি চাষী সমিতির ২ জন প্রতিনিধি।	সদস্য
(১২)	সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিকারক সমিতির সহিত পরামর্শক্রমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত উক্ত সমিতির ১ জন প্রতিনিধি।	সদস্য
(১৩)	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) চিংড়ি চাষযোগ্য সরকারী/আধা-সরকারী সকল প্রকার খাসজমি, বদ্ধ খাল/নদী তীরবর্তী চরাঞ্চল,